মেহেরপুরে দুই কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে সেনাবাহিনী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামে অভিযান চালিয়ে দুই কেজি গাঁজাসহ ওয়াসিম ওরফে মাগরিব নামে এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে সেনাবাহিনী।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে করমদি গ্রামে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ফুলবাড়িয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে দুই কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

আটককৃত মাগরিব করমদি গ্রামের মৃত আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে। তার বিরুদ্ধে গাংনীসহ বিভিন্ন থানায় একাধিক মাদক মামলা রয়েছে।

অভিযানে মেহেরপুর র্যাব ক্যাম্পের কমান্ডার এএসপি এনামুল হকসহ র্যাবের একটি দল অংশ নেন।

সেনাবাহিনী ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, মেজর ফারহানের নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন রিফাতসহ সেনাবাহিনীর একটি টিম করমদি গ্রামে মাগরিবের বাড়িতে অভিযান চালায়। এসময় তাকে আটক করে স্বীকারোক্তি অনুযায়ী কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ফুলবাড়িয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে দুই কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

বর্তমানে মাগরিবকে মেহেরপুর র্যাব ক্যাম্পে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাখা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মিরপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে তাকে হস্তান্তর করা হবে।

ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে গাংনীতে স্মারকলিপি প্রদান

ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা এবং পরিবেশ, বন ও পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর ম্মারকলিপি প্রদান করেছে গাংনী উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতি।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) সকাল ১১টায় বিক্ষোভ মিছিল সহকারে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে বিভিন্ন ইটভাটার মালিক ও শ্রমিকরা অবস্থান নেন। এবং বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন। এসময় ইটভাটার বিপুল পরিমাণ শ্রমিকরাও অংশ নেন।

বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা ইট ভাটা মালিক সমিতির সভাপতি এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেক, গাংনীর সাবেক এমপি ইটভাটা মালিক আমজাদ হোসেন, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ইটভাটা মালিক জুলফিকার আলী ভূট্টো, বামন্দী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইটভাটা মালিক আওয়াল বিশ্বাস, ইটভাটা শ্রমিক আলফাজ উদ্দিন প্রমুখ।

তারা আরও বলেন, গাংনী উপজেলায় ৫৫টি ইটভাটায় রয়েছে। এই ইটভাটা গুলোতে হাজার-হাজার শ্রমিক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এসব ইটভাটাগুলো প্রায় ৩৫-৪০ বছরের অধিক সময় ধরে চলমান রয়েছে। কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৩ সালের পরিবেশ আইন অনুযায়ী অধিকাংশ ইটভাটাকে ছাড়পত্র প্রদান না করায় এবছর এসব ভাটাগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করে। অথচ এই ভাটাগুলোর কাস্টমস ভ্যাট, আয়কর, বাণিজ্যিক হারে জমির খাজনা, ট্রেড লাইসেন্স বাবদ প্রতি বছর ৫-৬ লক্ষ টাকা অগ্রিম রাজস্ব দিয়ে আসছে। এছাড়াও ইটভাটা পরিচালনার অন্যান্য খাতের জন্য ব্যাংক ঋণ বা দায়দেনা রয়েছে। শ্রমিকদের অগ্রিম হিসেবে বড় অংকের টাকা প্রদান করা হয়েছে। এসময় ইটভাটাগুলো বন্ধ করলে ভাটা মালিকরা বড় ধরণের অর্থনৈতিক ঝুঁকিতে পড়বেন। এছাড়া ভাটায় কর্মরত শ্রমিকদের জীবন রজীবিকা ব্যাহত হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় ইটভাটাগুলো চলতি সৌসুম পর্যন্ত পরিচালনা করার সুযোগ দেবার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানান বক্তারা।

পরে উপজেলা ইট ভাটা মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা এবং পরিবেশ, বন ও পরিবর্তন

মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, পরিবেশ উপদেষ্টার ঘোষণার পর মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের প্রশাসনের অভিযানে বেশ কয়েকটি ভাটাতে জরিমানা আদায় ও ইটভাটাগুলো বন্ধের আদেশ দেন।

মেহেরপুর জেলায় ১০৮ টি ইটভাটা রয়েছে। কোনো ইটভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই। সবগুলোই অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে।

গাংনীতে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখায় চুরি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারে অবস্থিত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের এজেন্ট শাখায় দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময়ে চোরেরা ব্যাংকের জানালার গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে এবং ভল্ট ভেঙে ৮ লাখ ১০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় ব্যাংকের সিসিটিভি ক্যামেরার ডিভিআরও নিয়ে গেছে চোরেরা, ফলে চুরির সময়কার কোনো ভিডিও ফুটেজ পাওয়া যায়নি। তবে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্রাহকদের কোনো টাকা খোয়া যায়নি এবং তাদের লেনদেন স্বাভাবিকভাবে চলবে।

ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার (৪ মার্চ) সকালে মেহেরপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল এবং জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম বলেন, “গাংনী উপজেলার বামন্দী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন নজরুল টাওয়ারের তৃতীয় তলায় অবস্থিত ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখায় চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা জানালার গ্রিল ও ব্যাংকের ভল্ট কেটে টাকা নিয়ে গেছে। ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে, ব্যাংকটিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ছিল না, যা তদন্তে উঠে এসেছে।”

এ বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে তদন্ত চলছে এবং দ্রুত দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে ভোক্তার অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে মেসার্স জননী স্টোর ও থ্রি স্টার ফিলিং স্টেশনকে ৩৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে গাংনী উপজেলার বামুন্দী ও গাংনী বাজারে এই অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে ঔষধ, সেমাই, গ্যাস এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।

অভিযানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ লঙ্ঘনের দায়ে মেসার্স জননী স্টোর-কে ৪,০০০ টাকা এবং থ্রি স্টার ফিলিং স্টেশন-কে ৩০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়, যা সর্বমোট ৩৪,০০০ টাকা আদায় করা হয়। দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে এই জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

অভিযানের সময় ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয়, অবৈধ মজুদ না করা, সঠিকভাবে মূল্য তালিকা প্রদর্শন, ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি না করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

গাংনীর মাহফুজা হত্যা মামলার দুই আসামি গ্রেফতার

গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামে মাহফুজা খাতুন হত্যা মামলার এজাহার নামীয় দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামি আসাদুল মোল্লাহ (৪৫) এবং ১৬ নং আসামি জালাল মোল্লাহ (৫৫)।আসাদুল্লাহ বেতবাড়িয়া গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকার নুরাল মোল্লার ছেলে ও জালাল মোল্লা একই গ্রামের আব্দুল মোল্লার ছেলে।

গতকাল রবিবার বিকালের দিকে মামলার তদন্ত অফিসার সঞ্জিব কুমার পাল সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকায় বিয়াই সম্পর্কের দুটি পরিবারের মধ্যে গত বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যার দিকে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে আব্দুর রশিদের স্ত্রী আহত মাহফুজা খাতুন (৫৮) তার স্বামী আব্দুর রশিদ ও ছেলে সোহেল রানা আহত হন।

পরে গত শনিবার (১ মার্চ) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ এই ঘটনায় ১৬ জনকে এজাহার নামীয় আসামি করে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং ২, তারিখ ০২/০৩/২৫ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল গ্রেফতারকৃত দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকী আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

গাংনীতে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত

“তোমার আমার বাংলাদেশে, ভোট দেব মিলেমিশে” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৭ম জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে গাংনীতে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের আয়োজনে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি উপজেলা চত্বর থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল বাজার প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত ভোটরা দিবসের আলোচনা সভায় সভাপতিত্বে করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) প্রীতম সাহা। আলোচনা বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নাহিদ ইসলাম।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার সামসুল আলম সোনা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলামসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ ।

আলোচনা সভায় বক্তারা জাতীয় ভোটার দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে ধরেন। সেই সাথে নতুন ভোটারদের নিবন্ধন ও ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

এবার বিয়াই বাড়ির হামলায় আহত

বিয়াইনের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামে দুটি পরিবারের মধ্যে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে আহত মাহফুজা খাতুন (৫৮) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

গকতাল শনিবার (১ মার্চ) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
নিহত মাহফুজা খাতুন গাংনী উপজেলা বেতবাড়িয়া গ্রামের দিনমজুর আব্দুর রশিদের স্ত্রী।

গত বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রæয়ারি) সন্ধ্যার দিকে মাহফুজা খাতুন ও তার স্বামী আব্দুর রশিদ ও ছেলে সোহেল রানাকে বিয়াই বাড়ির লোকজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছিল।

আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে মাহফুজা খাতুনের অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক। দুইদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ ঘটনায় আমি এখন মামলা করার জন্য গাংনী থানায় রয়েছি।
রাসেল আহমেদ জানান, আমার বড় ভাই সোহেল রানার সাথে প্রায় আড়াই বছর আগে একই গ্রামের শওকত আলীর মেয়ে পিংকির বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছিলনা। কয়েক দিন আগে আমার ভাই সোহেল রানা ও ভাবি পিংকির মাঝে মনোমালিন্য হয়। আমাদের বাড়ি এসে ঘটনাটি পিংকির চাচী দুলাল হোসেনের স্ত্রী রেবেকা খাতুন শোনেন। পরে তাঁদের পরিবারের মাঝে সত্য মিথ্যা বলে উস্কে দেন। পরে পিংকির পিতার পরিবারের লোকজন গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে আমাদের বাড়ির উপর এসে ধারালো অস্ত্র ও লাঠিশোঠা নিয়ে হামলা করে। এতে আমার আব্দুর রশিদ মা মাহফুজা খাতুন, ও ভাই সোহেল রানা জখম হন। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিই।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এঘটনায় নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ বাদী হয়ে একটি লিখিত এজাহার দিয়েছেন। মামলা রুজ্জু প্রক্রিয়াধীন রয়েছেন।

জাতীয় নাগরিক পার্টি কেন্দ্রীয় সংগঠক মেহেরপুরের ছেলে সাকিল

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সংগঠক নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুরের গাংনীর ছেলে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

সাকিল আহমাদ গাংনী উপজেলার কড়ইগাছি বামন্দী গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে।

রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে ২৮ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করা নতুন ছাত্র-নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল ‘জাতীয় নাগরিক পার্টির’ কমিটিতে গাংনীর এই কৃতি সন্তান স্থান পান।

সাকিল আহমাদ কুষ্টিয়ার একটি ক্যাডেট মাদ্রাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ঢাকার টঙ্গি তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা থেকে আলিম পাস করেন। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সব পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ পেয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। পরে রাজধানীর নর্দান ইউনিভার্সিটি থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন। সেখানেও তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই সাকিল আহমাদ সাংবাদিকতা শুরু করেন। ঢাকার কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় অনলাইন পোর্টাল ও পত্রিকায় কাজ করেন। পরবর্তীতে শিক্ষা জীবন শেষ করে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বর্তমানে তিনি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে কর্মরত আছেন।

সাকিল আহমাদ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এদিকে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সংগঠক নির্বাচিত হওয়ায় মেহেরপুর জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলামসহ নাগরিক কমিটির নেতৃবৃন্দ ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গাংনীর তেঁতুলবাড়িয়া থেকে তিনটি হাতবোমা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার একটি ব্রীজের উপর থেকে তিনটি হাতবোমা উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯টার দিকে গাংনী উপজেলার নওাপাড়া-তেঁতুলবাড়িয়া সড়কের ধলা ব্রিজের ওপর লালকসটেপ মোড়ানো হাত বোমা তিনটি উদ্ধার করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের রাশেদুজ্জামান বলেন, তাঁরা কয়েকজন চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা মোটরসাইকেলের হাট থেকে মোটরসাইকেল কিনে তিনটা গাড়িতে একসাথে আসার আসছিলেন। ব্রীজের কাছাকাছি পৌঁছালে কয়েকজন লোক পালিয়ে যায়। ব্রীজের উপর পৌছানোর পর সেখানে লাল কসটেপ মোড়ানো তিনটি হাতবোমা দেখতে পেয়ে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেন।

পরে গাংনী থানার উপপরিদর্শক পিন্টু সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে এসে বোমা তিনটি উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে নিয়ে থানায় নেন। স্থানীয় বাসিন্দা অ্যাডভোকেট মোশারফ হোসেন জানিয়েছেন, ধারণা করা হচ্ছে ছিনতাইকারীরা ছিনতাইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ছিনতাইকারীরা। তিনটি মোটরসাইকেলে কেয়েকজন লোক আছে ভেবে ছিনতাইকারীরা মাঠের দিকে পালিয়ে গেছে।

গাংনী থানার ওসি বাণী ইসরাইল জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল থেকে বোমাগুলো উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে রেখে প্রাথমিক অবস্থয় নিস্ক্রিয় করা হয়েছে।

গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় হেমায়েতপুর ঈদগাহ প্রাঙ্গণে তাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। গাংনী থানা পুলিশের একটি দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

এসময় বিউগলে করুন সুর বাজানো হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাদির হাসান শামীম অভিবাদন গ্রহণ করে বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনের মরদেহ জাতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছাদিত করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন- গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার সামসুল আলম সোনা, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মজিবুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা শুকুর আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলীসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনের মরদেহে শেষবারের মত ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা বীর মুক্তিযোদ্ধা মজিবুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা শুকুর আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলী। পরে গার্ড অব অনার ও নামাজে জানাজা শেষে স্থানীয় গোরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেন বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাতে বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে নিজ বাড়িতে মারা যান। বার্ধক্যজনিত কারণে বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন তিনি। নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনের স্ত্রী ও দুই ছেলে সহকর্মী মুক্তিযোদ্ধা, বন্ধু-বান্ধব অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছেন।